এমনতেই পুরো সিপিএম দলটার পাগল পাগল দশা। তবে ■ ৪ পাতায়

জিআই প্রাপ্ত জয়নগরের মোয়া শিল্পের বিকাশে উদ্যোগী হচ্ছে খাদিবোর্ড

অমিত রায়। জয়নগরের মোয়া শিল্পকে বিকশিত করতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ। মঙ্গলবারই বর্ধমানে ল্যাংচা তীর্থের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শক্তিগড়ের ল্যাংচার স্বাদ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বর্ধমানের কাঞ্চনগড়েই এক একর জমিতে তৈরি হচ্ছে ল্যাংচা হাব। সেই তালিকায় এবার জয়নগরের শতবর্ষ প্রাচীন এই সুস্বাদু মোয়াও স্থান পেতে চলেছে। গতবছর আগস্ট মাসে মোয়া শিল্পে সরকারি হস্তক্ষেপ চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সিইও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেয় জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি। তাতে জানানো হয়, বংশপরম্পরায় এই মোয়া শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় ২০ হাজার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিঙের চায়ের পর 'জিওগ্র্যাফিক্যাল আইডেনটিফিকেশন' বা জিআই-এ স্থান করে নিয়েছে জয়নগরের মোয়া। তাই এই শিল্পের প্রসারে

এগিয়ে আসছে রাজ্য খাদি বোর্ডও। মাস ছয়েক আলাপ আলোচনার পর আগামী শুক্রবার খাদি বোর্ড ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিঙের শীর্ষকর্তারা জয়নগর আসছেন মোয়া তৈরি ও মোয়া প্যাকেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে। এ বিষয়ে আগে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌরশঙ্কর দত্তের সঙ্গে বৈঠক হয় জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটির। সরকারি উদ্যোগ প্রসঙ্গে জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি সম্পাদক অশোককুমার কয়াল বলেন, 'খাদিবোর্ড আমাদের দাবি মেনে প্রতিনিধি দল পাঠানোয় আমরা খুশি। বহু লড়াইয়ের পর আমরা জিআই-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে যে সমস্ত মানুষ বংশপরম্পরায় এই মোয়া শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা উপকৃত হবেন। সেই সঙ্গে সরকারও প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারবে।'

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ অবশ্য সবচেয়ে আগে ■ ৪ পাতায়